ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯৭ ● কলকাতা ● ২৬ চৈত্র, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৯ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আলিয়ার মেকআপ ছাড়া ছবি দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা

পৃঃ ৫

বড় হারের পর দুঃসংবাদ পেলেন দিল্লি অধিনায়ক

পৃঃ ৬

জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার তরফে হুমকি চিঠি পাঠানো হল

বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরকে

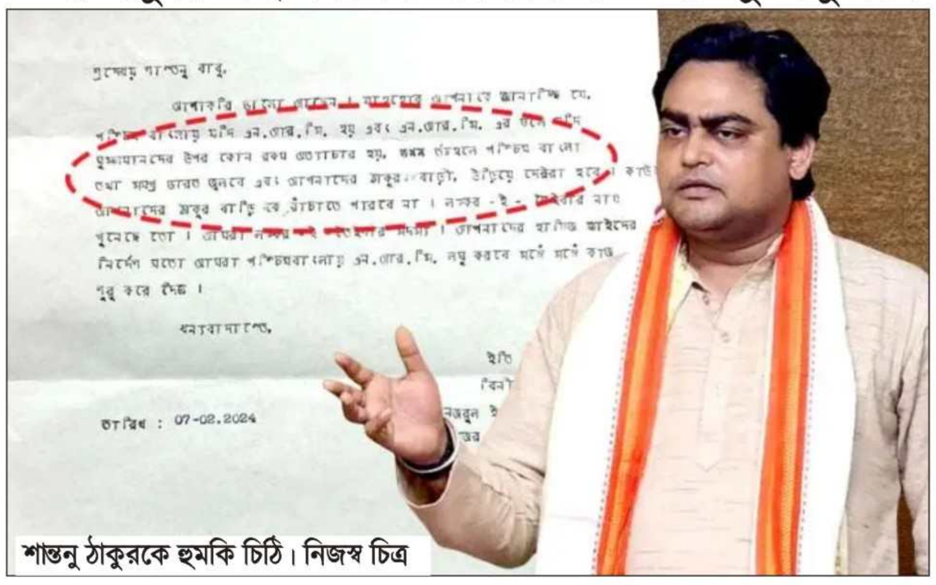

শান্তনু ঠাকুরকে হুমকি চিঠি। নিজস্ব চিত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার কলকাতার ২০০ টি স্কুলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আর সোমবার সকালে জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার তরফে হুমকি চিঠি পাঠানো হল বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরকে ! এদিন দুপুরে শান্তনুর নামে স্পিড পোস্টে আসা চিঠিতে স্পষ্ট বাংলায় লেখা - 'পশ্চিমবাংলায় এন আর সি হলে এবং তার ফলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হলে পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারত জ্বলবে, আপনাদের ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে।বাংলা টাইপরাইটারে লেখা চিঠির প্রতি ছত্রে NRC নিয়ে হুমকি। স্পষ্ট লেখা, এনআরসি-র জন্য পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের উপর অত্যাচার হলে ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে। যে মুহূর্তে বাংলায় এনআরসি লাগু করা হবে, সেই মুহূর্তেই কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি দেশজুড়ে সি এ এ লাগু করেছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী, প্রতিবেশী ৬ রাষ্ট্রের অত্যাচারিত অ-মুসলিম শরণার্থীরা আবেদনের ভিত্তিতে পাবেন ভারতের নাগরিকত্ব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তার বিরোধিতা করে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবারই বলেছেন, সি এ এ-র পরবর্তী ধাপ এন আর সি. তাতে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের এই অবস্থানের বিরোধিতা করে বিজেপির বক্তব্য, এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, কেড়ে নেওয়ার নয়। আর শান্তনু ঠাকুর নিজে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির বনগাঁর সাংসদ, মতুয়াদের জনপ্রতিনিধি। তাই তাঁর বিরুদ্ধেই এমন হুমকি চিঠি এল বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোটের আগে

আর কতজনকে জেলে পোরা হবে, মন্তব্য শীর্ষ আদালতের

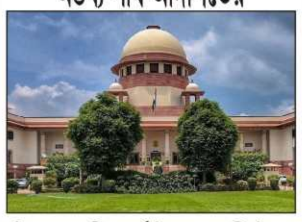

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে আর কতজনকে জেলে পোরা হবে। সোমবার এক ইউটিউবারের জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিপ্রেক্ষিতে এমনই মন্তব্য করতে শোনা গেল সুপ্রিম কোর্টকে। ভোটের আগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে জেলবন্দি করার বিষয়টি যে ভালো চোখে দেখছে না সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।এদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, এভাবে ইউটিউবে মন্তব্যের জন্য কাউকে জেলবন্দি করা যাবে না। বিচারপতি ওখা জানিয়েছিলেন, ইউটিউবার দুরিয়ামুরিগন সাত্তাই যে সত্যিই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, সেটা ঠিক করে দেবে কে। তবে ওই মন্তব্যের ভিত্তিতে কাউকে জেলবন্দি করা যায় না। উল্লেখ্য, এর আগে মাদ্রাজ হাই কোর্টে দুরিয়ামুরিগনের

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় ভালো ফল করতে চলছে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট । সব শিবিরেই এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে। কারও কাছে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই আর কারও কাছে ছিনিয়ে নেওয়ার। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বাংলায় ভালো ফল করতে চলছে বিজেপি । হাওয়া বদলাচ্ছে, এমনই তথ্য উঠে এসেছে একাধিক সমীক্ষায়। নির্বাচন ঘোষণার আগে এই একই কথা উঠে এসেছিল ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর ভবিষ্যদ্বাণীতে।এবারে যদি শতাংশের নিরিখে দেখা যায় তাহলে বিজেপি পেয়েছিল ৪০ শতাংশ ভোট। তৃণমূল পেয়েছিল প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট। তবে এবার সেই খেলা ঘুরবে। এবার রীতিমতো ছক্কা হাকাতে পারে বিজেপি। এমনটাই মত পিকের।পিকে বলেছিলেন এবার বাংলায় গেরুয়া শিবির আগেরবারের থেকে ভাল ফল করবে। আর এবার ভোটের ঠিক আগে আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রশান্ত বললেন, বাংলায় একনম্বর দল হবে বিজেপি।

সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে কোন রাজ্যে বিজেপি কেমন ফল করতে পারে সেই অঙ্ক কষেন পিকে। সেই সাক্ষাতকারেই পিকে বলেছেন, তেলেঙ্গানায় বিজেপি প্রথম না দ্বিতীয় হবে সেটা কোনো বড় ফ্যাক্টর নয়। তবে ওড়িশায় প্রথম হবে বিজেপি। এর পরই ভোট কুশলীরে ভবিষ্যদ্বাণী, বাংলাতেও এক নম্বর দল হবে বিজেপি। যদিও সবটাই সম্ভাবনা ময় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

পিকের মতে, বাংলায় এবার বিজেপি তৃণমূলের থেকে অধিক সম্ভাবনাময়। বাংলা থেকে বিজেপির পক্ষে আশ্চর্যজনক ফল হতে চলেছে বলেও মন্তব্য করেন পিকে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা ভোটে বাংলায় ৪২টির মধ্যে ১৮টি আসন বিজেপিরে ঝুলিতে এসেছিল। গেরুয়া শিবিরের চেয়ে সামান্য বেশি ২০টি আসনে জয়ী হয়েছিল বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

গত মার্চ মাসে অমিত শাহ বলেছিলেন, বাংলায় ৪২ টি আসনের মধ্যে ২৫টির বেশি আসনে জয়ী হবে। গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির ভোট লাফিয়ে বেড়েছিল বাংলায়। এবারেও যদি সেই প্রবণতা দেখা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে বিজেপির জয় নিশ্চিত। তবে সবটাই সম্ভাবনা ময়। বঙ্গে পদ্ম না জোড়া, কোন ফুলের জোর বেশি তা জানা যাবে আগামী ৪ জুন।

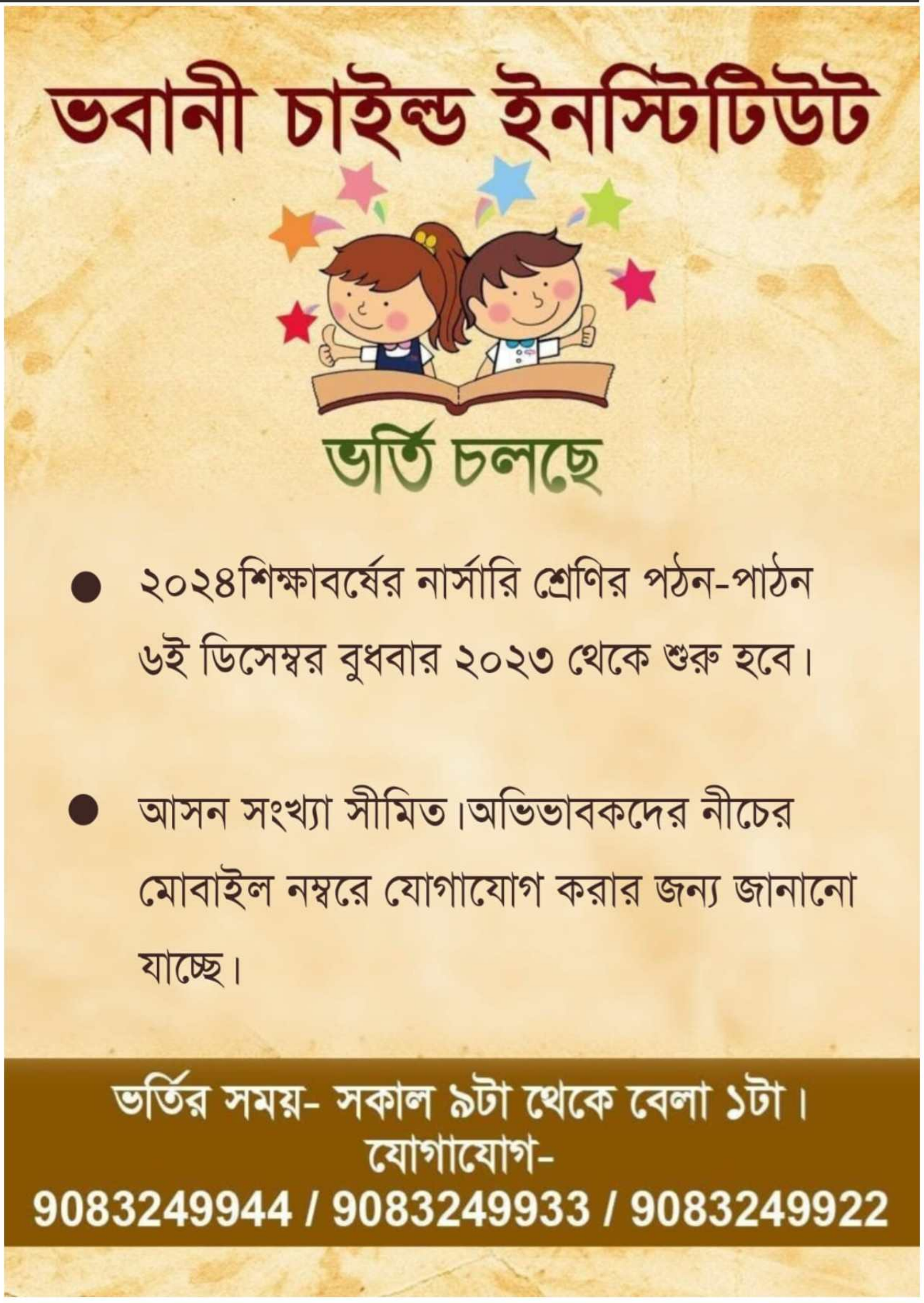

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে

নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গ বিজেপির বিধায়কদের হট্টোগোলে থমকালো রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। তবে অধিবেশন এগিয়ে নিয়ে যেতে কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির ৬ বিধায়ককে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ।শুভেন্দু সহ এদিন বিজেপির যে যে বিধায়কেরা সাসপেন্ড হয়েছেন চলতি অধিবেশনের জন্য তাঁরা হলেন অগ্নিমিত্রা পাল, বঙ্কিম ঘোষ, তাপসী মন্ডল, মিহির গোস্বামী ও শঙ্কর ঘোষ। পদ্ম শিবিরের এই ৬ বিধায়ক চলতি বাজেট অধিবেশনে আর এক দিনও অংশ নিতে পারবেন না। সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ এমনি এমনি বিজেপির ৬ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেননি। বিজেপির বিধায়কদের কাণ্ড দেখে রাজ্য বিধানসভার বর্ষীয়ান বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে নির্দেশ দেন অধ্যক্ষকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাতে। সেই সময় নির্মল অধ্যক্ষের কাছে বিজেপির পুরো পরিষদীয় দলকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ তাতে নারাজ হওয়ায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব সংশোধন করে শুভেন্দু-সহ ৬ জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্দেশিকা জানিয়ে দেন। তবে এদিন কলকাতা থেকে হুগলির আরামবাগে যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সন্দেশখালিতে যে কেউ যেতে পারে। যারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং যাদের বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

ভাঙড়ের অন্দরে কান পাতলেই আরাবুল ইসলাম ও

শওকত মোল্লাদের অন্দরের কোন্দল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। এবার সেই মামলাতেই কাঠগড়ায় ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। আদালতে আরাবুলের আইনজীবীর অভিযোগ, শওকতের প্ররোচনাতেই আরাবুলের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।বস্তুত, ভাঙড়ের অন্দরে কান পাতলেই আরাবুল ইসলাম ও শওকত মোল্লাদের অন্দরের কোন্দল শোনা যেত। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেই কোন্দলে সাময়িক বিরতি পরে। ভাঙড়ের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব শওকতকে দেওয়ার পর কাইজার আহমেদ ও আরাবুলকে নিয়ে চলে লাগাতার মিটিংও। এমনকী তিন নেতাকে একসঙ্গে মিছিলে হাঁটতেও দেখা যায়। এরপর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে গ্রেফতার হলেন আরাবুল। তাহলে কি পাকাপাকি ভাবে এবার শওকত মোল্লার নেতৃত্বেই চলবে ভাঙড়? সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ভাঙড়ের অলিতে গলিতে।

সোমবার আদালত রাজ্যের কাছে কিছু নথি চেয়ে পাঠিয়েছে। এখনও পর্যন্ত আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা রয়েছে ও কত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্য রাজ্যের কাছে তলব করছে কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ এপ্রিল। বস্তুত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি তোলাবাজি ও খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হন আরাবুল ইসলাম। ২০২৩ এর ১৫ এপ্রিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ কর্মী। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় আরাবুলের। ২০২৩ সালের মামলায় হঠাৎ করেই চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অতর্কিতে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। গ্রেফতারির আগে আরাবুলের বিরুদ্ধে আবার ভাঙড়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার তোলাবাজির ধারাও যুক্ত করে পুলিশ। নিত্য নতুন মামলায় পুলিশ আরাবুলকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। সেই নিয়েই পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার মামলা রুজু করেন আরাবুলের আইনজীবী।

আদালতের রক্ষাকবচের ফলে নির্বাচন

বানচালের চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা, ভূপতিনগরকাণ্ডে পুলিশের এই রিপোর্টে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট

তিন বছরে ২৬টি ফৌজদারি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

'স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের রক্ষাকবচের ফলে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা।' ভূপতিনগরকাণ্ডে পুলিশের এই রিপোর্টে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার ভূপতিনগর মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে। ভূপতিনগর থানা যে রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা করে, তা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তপন মিদ্দা নামে ভূপতিনগরের স্থানীয় এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে গত ১৫টি চার্জশিটও জমা করেছে পুলিশ। কিন্তু মামলাকারীর অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর-ই নেই। একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর একের পর এক মামলায়

এরপর ৩ পাতায়

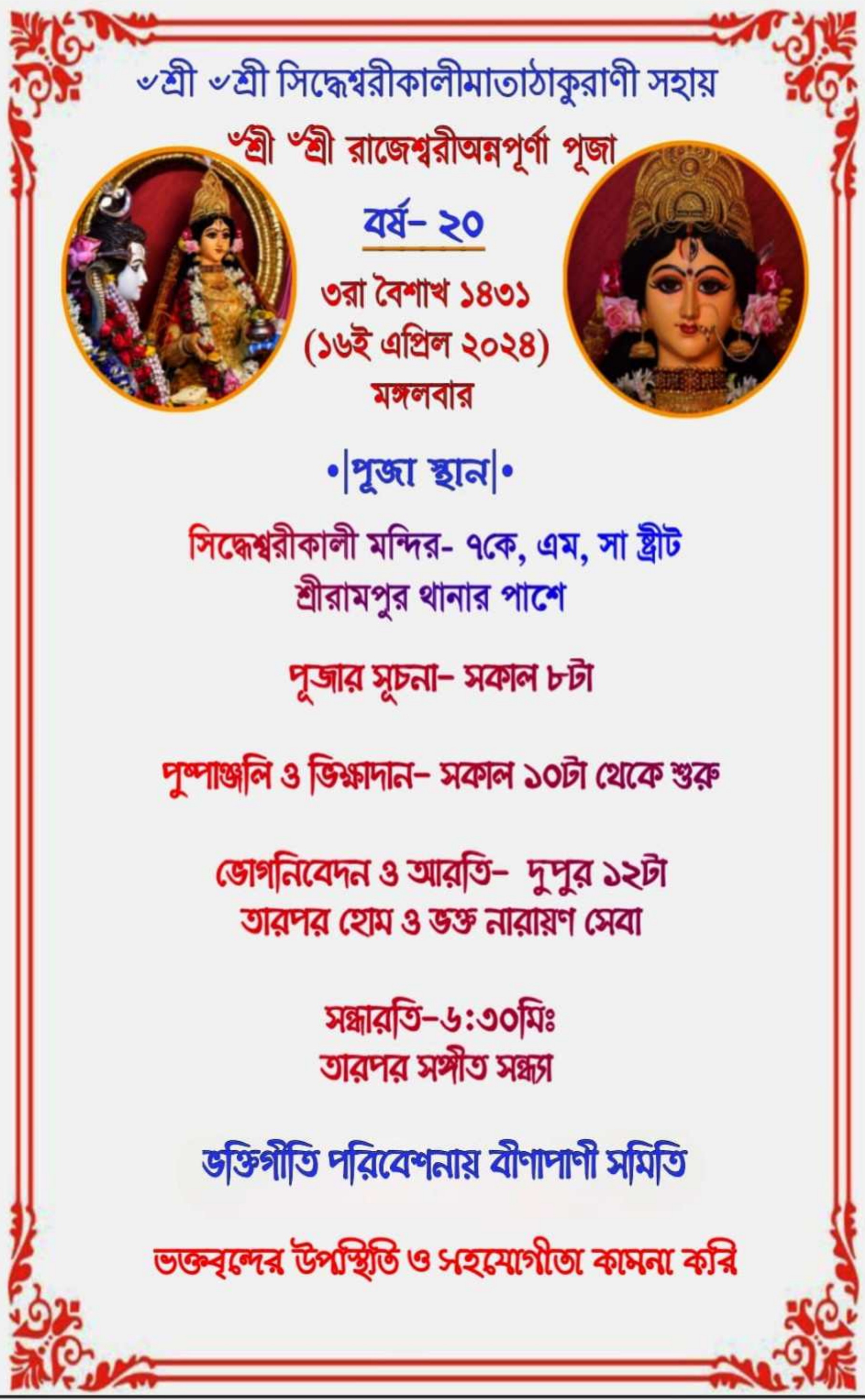

একযোগে ৩০ জন তৃণমূল নেতাকে নোটিশ পাঠালো সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপর হামলার পর থেকে অব্যাহত শাসক-বিরোধী তরজা। এই আবহে একসঙ্গে তিরিশ জন শাসক নেতাকে তলব করল সিবিআই। বিজেপি নেতা খুনের মামলায় এই তিরিশ জন তৃণমূল নেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। কিন্তু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে পাল্টা নোটিশ তৃণমূল নেতৃত্বদের। তাদের দাবি, একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে পারবেন না।গত বিধানসভা নির্বাচনে কাঁথি ৩ ব্লকের তৃণমূল নেতার নন্দদুলাল মাইতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত ও জখম অবস্থায় ওই তৃণমূল নেতা নন্দদুলাল মাইতিকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভোটের পর পাল্টা বিজেপি নেতা জন্মোঞ্জয় দলাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এরপর ফাঁকা মাঠে বিজেপি নেতা জন্মোঞ্জয়ের দেহ মেলে। বিজেপি নেতৃত্ব থেকে পরিবারের সদস্যদের দাবি ছিল তৃণমূল নেতৃত্বরা খুন করে দেহ ফাঁকা মাঠে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় প্রথমে মারিশদা থানায় পুলিশ তদন্ত করে। মৃত বিজেপি নেতা পরিবারে সদস্যদের দাবি ছিল সিবিআই তদন্তের। সেই মতো মারিশদা থানা থেকে তদন্তের দায়ভার নেয় সিবিআই।সূত্রের খবর, ২০২১ এর ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় কাঁথি ৩ ব্লকে ভাজাচাউলি এলাকায় বিজেপি নেতা জন্মেঞ্জয় দলাই খুনের ঘটনায় এই তিরিশজনকে তলব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন কাঁথি ৩ ব্লকের সমিতির সভাপতি তথা কাঁথি সংগঠনিক জেলার আইএনটিইউসি সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ। রয়েছেন কাঁথি ৩ ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও তৃণমূলের বুধ অঞ্চল নেতৃত্বরা।এ প্রসঙ্গে বিকাশ চন্দ্র বেজ বলেন, "লোকসভা নির্বাচনে মাঠ ফাঁকা করতেই বিজেপি নেতাদের চক্রান্তে সিবিআই কাজ করছে। একুশে বিধানসভার মতনই ২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বৈতরণি বারবার চেষ্টা করছে বিজেপি।"

এনিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরূপ কুমার দাস বলেন, "অপরাধীকে অজুহাত খুঁজতে হয়। এই ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়।"

গঙ্গাধরের চিকিৎসা পদ্ধতি, দর্শন, শাস্ত্রজ্ঞান

সবই ছিল সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাড়ি টিপে যদি কেউ নিজের মৃত্যুর দিনক্ষণ বলে দেন? হাতের নাগালে থাকা সামান্য ভেষজ দিয়ে কেউ যদি রাজা-বাদশার দুরারোগ্য হয়ে ওঠা ব্যাধি নিরাময় করেন? সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ না পড়ানোর ফতোয়া জারি হওয়ায় কেউ যদি আস্ত একটা স্কুল খুলে ৫০০ ছাত্রকে ডাক্তারি পড়ানোর ব্যবস্থা করেন? বাড়িতে গরু পুষতেন গঙ্গাধর। কয়েকশো ছাত্র তাঁর টোলে থেকে পডাশোনা করতেন। নাড়িবিজ্ঞান থেকে ওষুধ তৈরি, সবই হাতে ধরে শেখাতেন। শিক্ষান্তে ছাত্রদের পরীক্ষায় বসতে হত। কৃতকার্য হলে গুরুর নির্দেশে নিজের নিজের এলাকায় শুরু করতেন প্র্যাকটিস। গুজরাত, রাজস্থান, বেনারস, উত্তর-পূর্ব ভারত, কলকাতা-সর্বত্র গঙ্গাধরের ঘরানাই এখন বহমান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কলকাতার দ্বারকানাথ সেন, রাজশাহীর হারানচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরভূমের গয়ানাথ সেন, পাবনার যদুনাথ দাস, মুর্শিদাবাদের শ্রীচরণ সেন, বেনারসের পরেশনাথ সেন প্রমুখ।কী বলা যাবে তাঁকে? সাধক না বিপ্লবী? নাকি দু'টোই?

অগ্নিযুগের এই সাধক-বিপ্লবী আয়র্বেদ চিকিৎসক নতুন করে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ,তাঁকে নিয়ে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর ৩ পাতায়

৪ জুনের পরে বেছে বেছে

বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে সভা করতে এসে বলে গিয়েছেন ৪ জুনের পরে বেছে বেছে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হবে। ১০ বছরে দেশ নাকি শুধু ট্রেলার দেখেছে, আগামী দিনে তাঁরা সিনেমা দেখবে। মোদির সেই হুমকির জবাব দিলেন বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পাশাপাশি মমতা জানিয়েছেন, 'আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে বাড়ির বাসনও মেজে দেব। আমি বাসন মাজতে ভালবাসি, রান্না করতে ভালবাসি। আমি ধামসা মাদল হারমোনিয়াম ক্যাসিও বাজাতে ভালবাসি। আমি বাঁশি বাজাতে ভালবাসি। আমি লিখতে ভালবাসি। আমি দাম্ভিক নই আপনাদের মতো। আপনি মোদি কা গ্যারান্টি দিয়ে বলেন ৪ জুন কে বাদ সবকো জেল মে ভর দে গা। আমাদের গ্যারান্টি মা মাটি মানুষ, মমতা ব্যানার্জি নয়। আই এম নো বডি। আমি তো মানুষের পরিবারের একজন সদস্য। আমার গ্যারান্টি মানুষ। মানুষের গ্যারান্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু। কথার কথা বলুন। হুঙ্কার দিলে জেনে রাখবেন আমরা রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আমরা লড়াই করলে লড়াই সামলানোর ক্ষমতা কারও নেই। গণতান্ত্রিক ভাষায় কাজ করুন, গ্রেফতারি বন্ধ করুন। আমরা বলি কী নতুন সংসদভবনটা এখনই জেল করে দিন। আপনি কাকে হুমকি দিচ্ছেন। আমরা আপনার হুঙ্কারে ভয় পাই না। আপনি তো এখনই গোটা দেশকে জেল বানিয়ে ফেলেছেন। মনে রাখবেন রাখবেন আমরা রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আর মৃত বাঘের তুলনায় আহত বাঘ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। আমরা লড়াই করলে, তা সামলানোর সাহস কারও নেই। গ্রেফতারি বন্ধ

এরপর ৪ পাতায়

কার দখলে থাকবে বড়মার ঘর, তা নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল ঠাকুরনগরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কার দখলে থাকবে বড়মার ঘর? তা নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল ঠাকুরনগরে। রবিবার সন্ধ্যায় থেকেই বিষয়টি নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়েছিল মমতাবালা ঠাকুর ও শান্তনু ঠাকুরের মধ্যে। যাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন দু-পক্ষের অনুগামী ও ভক্তরাও। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছছিল যে ঘরের দখল কার হাতে থাকবে তা ঠিক করতে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে প্রশাসনও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর অভিযোগ করেন, বড়মাকে ভুল বুঝিয়ে ওই ঘরের নথি নিজের নামে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি এভাবে নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়া যায় না। আমিও বিষয়টি নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হব।

সোমবার পুলিশের মাধ্যমে নথি ফেরতের পর মমতাবালা ঠাকুর অভিযোগ করেন, মিথ্যে অভিযোগ তুলে ভোটের সময় অযথা উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের কাছে বড়মার ঘর হল অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বুট পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর বড়মা ও ঠাকুরবাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে। উত্তাপের আগুন ছড়াতে থাকে পুরো ঠাকুরনগরে।

স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরের প্রচুর মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বড়মার ঘরে থাকা নথি হাতে পান মমতাবালা ঠাকুর। আর নথি ফেরতের পরেই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে ছড়াল চরম উত্তেজনা। স্লোগান পাল্টা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক। জয় শ্রী রাম স্লোগানও উঠতে শোনা গেল তার মাঝে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় শান্তনু ঠাকুর ও মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর-সহ ১৪ জনের নামে এফআইআর করা হয়েছে। তাতে মমতাবালা ঠাকুর বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘর দখলের অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। রবিবার সন্ধ্যায় বড়মার ঘরের গেটের তালা ভেঙে সেটি দখল করার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। পরে এই বিষয়ে ঠাকুরনগর থানায় শান্তনু ঠাকুর ও মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর-সহ ১৪ জনের নামে এফআইআর করে মমতাবালা ঠাকুর। তারপরই বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত থাকে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ-সহ ঠাকুরনগর এলাকা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর অভিযোগ করেন, বড়মাকে ভুল বুঝিয়ে ওই ঘরের নথি নিজের নামে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি এভাবে নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়া যায় না। আমিও বিষয়টি নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হব।

তৃণমূলের কানায় কানায় ভর্তি

সেই সভা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল গেরুয়া কর্তাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতকাল অর্থাৎ রবিবার সভা শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা ১২টা থেকে। কিন্তু যার জন্য সভায় অপেক্ষা আমজনতার, তিনি এলেনই ২ ঘন্টা বাদে। জনতা কিছু সভা ছেড়ে চলে যাননি। এদিন অর্থাৎ সোমবার তিনি নির্ধারিত সময়েই সভায় এলেন। কানায় কানায় ভর্তি সেই সভা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল গেরুয়া কর্তাদের।এর পাশাপাশি মমতা বলেছেন, '১১ লক্ষ বাড়ির তালিকা দিয়েছিলাম। কোথাও কালির দাগ ছিল না। দিল না টাকা। টিম এল, জিজ্ঞাসা করল, রিপোর্ট দিল, আমি প্রধানমন্ত্রীকে তিনবার মিট করলাম কই টাকা এল না। এখন বিজেপির কল সেন্টার থেকে ফোন করে বলছে ঘর চাইছে দরখাস্ত করতে। আমাদের লিস্ট নিয়ে এসব করছে। বলছে দুর্নীতি। কোথায় সেটা প্রমাণ করে দেখাও। কেন গরু আসে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান থেকে টাকা খেতে খেতে। বাংলায় কেন ঢোকে। চাই না বাংলা দিয়ে আসুক। ওটা বিএসএফের আওতায়। কেন্দ্রের আওতায়। নিজেরা সামলাতে পার না? ক্যা আর এনআরসি। মাছের মাথা আর লেজু। মাথাটা হল ক্যা, লেজুটা হল এনআরসি। যেই আবেদন করলেন সঙ্গে সঙ্গে এনআরসিতে পড়ে গেলেন। আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। আপনার সব পরিচয় বন্ধ। আপনি তখন বিদেশি হয়ে গেলেন। ভুল করেও ক্যাতে নাম লেখাবেন না। আমরা ক্যা করতে দেব

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার তরফে হুমকি চিঠি পাঠানো হল বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরকে

কেউ ঠাকুরবাড়ি বাঁচাতে পারবে না।" তার নিচে লেখা - "আমরা লস্কর-ই-তইবার সদস্য।"

রবিবারই মতুয়াদের 'বড়মা' বীণাপানি দেবীর ঘর 'দখল' নিয়ে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তুমুল অশান্তি বেঁধেছিল। বীণাপানি দেবীর ঘর খুলে শান্তনু ঠাকুর ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ করে তাঁর জেঠিমা তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। এনিয়ে রাত পর্যন্ত অশান্ত পরিবেশ ছিল বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে। আর সোমবার দুপুরেই শান্তনু ঠাকুরের কাছে এল লস্করের হুমকি চিঠি। তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শান্তনু। চিঠিটি তিনি বিস্তারিত পড়ে শোনান। তা দেগঙ্গা থেকে নজরুল ইসলাম মাহের আলি, ফাজের আলি বলে কেউ পাঠিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটের আগে আর কতজনকে জেলে পোরা হবে, মন্তব্য শীর্ষ আদালতের

জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপর মামলাটি পৌঁছোয় শীর্ষ আদালতে।

এদিন বিচারপতি অভয় এস ওখা, বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ান মন্তব্য করেছেন, ইউটিউবার এ দুরিয়ামুরুগান সাত্তাই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার করেননি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই তামিলনাড়ু সরকারের আইনজীবী মুকুল রোহতগির উদ্দেশ্যে বিচারপতি ওখা প্রশ্ন তোলেন, ভোটের আগে ইউটিউবে মন্তব্যের জন্য প্রত্যেককে যদি জেলে পুড়তে হয়, তাহলে কত লোককে জেল বন্দি করতে হবে বলুন তো।

২ পাতার পর

রাজ্য বিধানসভায় সাসপেন্ড শুভেন্দু সহ বিজেপির ৬ বিধায়ক

ক্ষোভ তাঁদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদিন বিজেপির বিধায়কেরা সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে হট্টোগোল জুড়ে দেন। এদিন বিজেপির বিধায়কেরা সবাই অধিবেশন কক্ষে আসেন 'সন্দেশখালি সঙ্গে আছি' লেখা টিশার্ট গায়ে। সেই টি-শার্ট নিয়েই আপত্তি তোলেন অধ্যক্ষ। এর পরেই বিক্ষোভ শুরু করেন পদ্ম বিধায়কেরা। স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি হুইসেল বাজাতে শুরু করেন তাঁরা। সেই সঙ্গে কাগজ ছিঁড়ে নিজেদের আসন ছেড়ে ওয়ালে নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তারপর তাঁরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। এরপরেই শুভেন্দু সহ বিজেপির ৬ বিধায়ককে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ।

২ পাতার পর

আদালতের রক্ষাকবচের ফলে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা, ভূপতিনগরকাণ্ডে পুলিশের এই রিপোর্টে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট

তাঁকে 'সোন অ্যারেস্ট' দেখানো হয়। তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত এবার পুলিশের কাছে জানতে চায়, আদতে তপন মিদ্দার বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা রয়েছে? কতগুলো মামলায় অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়। ভূপতিনগর থানার তরফে সোমবার রিপোর্ট জমা করা হয়। সেখানে পুলিশের তরফে বলা হয়, আদালতের নির্দেশে রক্ষাকবচ দেওয়া হলে, নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে। আর সেই রিপোর্ট দেখেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি।ক্ষুব্ধ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "ওসিকে বলতে হবে আদালতের রক্ষাকবচের ফলে কবে কোথায় কোন নির্বাচন বানচাল হয়েছে ?" আদালতের নির্দেশ, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রিপোর্টের ব্যাখ্যা দিতে হবে ভূপতিনগর থানার ওসিকে। এই রিপোর্টে আদালতের অবমাননা হয়েছে। বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেন, "এই ধরনের রিপোর্ট লেখার সাহস পেলেন কী করে ওসি ?"

২ পাতার পর

গঙ্গাধরের চিকিৎসা পদ্ধতি, দর্শন, শাস্ত্রজ্ঞান সবই ছিল সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে

গবেষণা শুরু করেছে। ২০১৮ সালে রাজস্থানের জয়পুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ (এনআইএ)। আর সম্প্রতি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়। কবিরাজ গঙ্গাধর রায়। ব্রিটিশ ভারতের এই চিকিৎসকের পরতে পরতে রহস্য। চরক সংহিতাকে গুলে খেয়ে তিনি নিজস্ব এক ঘরানার জন্ম দিয়েছেন। সেই গঙ্গাধর ঘরানাই এখন গুজরাত থেকে অসম সর্বত্র প্রচলিত।

গঙ্গাধরের চিকিৎসা পদ্ধতি, দর্শন, শাস্ত্রজ্ঞান সবই ছিল সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে। দক্ষিণ ভারতে এখনও তাঁর দর্শন পড়ানো হয়।কয়েক হাজার বছরের চরক সংহিতার দুর্বোধ্য হয়ে থাকা অংশগুলিকে এই বাঙালি চিকিৎসকই সহজ সরল করে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর টিকা জল্পকল্পতরুর মাধ্যমে। এই গ্রন্থ আয়ুর্বেদের আকর গ্রন্থের থেকেও বেশি। আসলে, শুধু আয়ুর্বেদ নয়, ব্যকরণ, দর্শন, সংস্কৃত শাস্ত্র সবেতেই তিনি ছিলেন পণ্ডিত। সতেরো বছর বয়স থেকে বই লেখা শুরু। সারা জীবনে শতাধিক বই লিখেছেন। যার অনেকগুলিরই এখন আর সন্ধান মেলে না। সেই সব হারিয়ে যাওয়া মনিমুক্তোর খোঁজেই শুরু হয়েছে গবেষণা। ভরকেন্দ্রে এক বাঙালি আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডা. অসিত পাঁজা। গঙ্গাধরের দর্শন, জীবনী নতুন করে লিখছেন এনআইএ-র এই অধ্যাপক! বংশলতিকা ধরে কথা বলেছেন পরিবারের উত্তরসূরিদের সঙ্গে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে একটি প্রতিনিধিদল গঙ্গাধরের বাড়ি যায়। ডা. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সুদীপ্ত মুন্সি। সুদীপ্ত অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। বিশ্বজিৎ এই বাংলারই আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। এই দু'জনেই গঙ্গাধরের প্রতিবেশী ও উত্তরসূরিদের সঙ্গে কথা বলে অনেক অজানা তথ্য সামনে এনেছেন। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে প্র্যাকটিস শুরু করেন গঙ্গাধর। কিন্তু শহুরে আবহাওয়া সহ্য হয়নি তাঁর। শরীর ভাঙতে শুরু করে। বাবার পরামর্শে এরপর মুর্শিদাবাদে চলে যান গঙ্গাধর। ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে বাজি ধরে মুর্শিদাবাদের নবাবকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। সুস্থ করেছিলেন দুরোরোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া রানীমা স্বর্ণময়ী দেবীকে। গঙ্গাধরের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল সুলভ। তিনি হাতের নাগালে থাকা কাষ্ঠৌষধি দিয়েই কঠিন ব্যামো সারিয়ে দিতেন। গোমূত্রের সঙ্গে হরেক ওষুধ মিশিয়ে তাঁর দেওয়া কয়েকটি থেরাপি ইতিহাস হয়ে গিয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৯৭ সংখ্যা ০৯ এপ্রিল, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৬ চৈত্র, ১৪৩০

৩ পাতার পর

৪ জুনের পরে বেছে বেছে বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হবে

করুন। দুনম্বরি কাজ বিজেপি কর্মীদের করতে বারণ করুন। এজেন্সি দিয়ে গোটা দেশকে জেল বানিয়ে রেখেছেন। গোটা দেশে জেল বানান, আমরা আপনাকে ভয় পাই না।'এদিন অর্থাৎ সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার রায়পুর থেকেই সেই জবাব তিনি দিয়েছেন। জানিয়েছেন, 'মোদিজী আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনি ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে কি শোভা পায় ৪ জুন হয়ে গেলে চুনচুনকে অ্যারেস্ট করেগা, সবকো জেল মে ভেজে গা। আরে অভি তো হিন্দুস্তানকো জেল বনা দিয়া আপনে। লোকতন্ত্র, গণতন্ত্র কো জেল বানা দিয়া পহেলে হি। হর জাগা মে জেল বানা দিয়া। আপকা এক পকেট মে এন আই এ, আরেক পকেট মে সিবিআই। এক পকেট মে ইডি তো অউর পকেট মে ইনকাম ট্যাক্স। ধমকি দিচ্ছেন কাকে? আমরা ভয় পাই না। আমাদের ৫ জন গ্রেফতার হবে তাঁদের স্ত্রীরা রাস্তায় নামবেন।'এদিন মমতা কার্যত মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি বলেন মোদি কা গ্যারান্টি। মোদির গ্যারান্টি জুনের পর সকলকে জেলে পাঠানো। শুধু মোদিবাবু বাইরে থাকবেন। বাকিরা জেলে। আপনি তো বেশ বড় মুখে সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন আপকে বার ৪০০ পার। অতই যদি আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে কেন হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছেন? হেমন্তের স্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দেশে একমাত্র ট্রাইবাল চিফ মিনিস্টার ছিলেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকেও গ্রেফতার করেছেন। কোনও ব্যাপার নয়, আরও অনেক ভোটে জিতে ফিরবেন ওনারা। আমাদের এজেন্টকেও গ্রেফতার করছেন। কিন্তু এভাবে জেতা যায় না। ক্ষমতা থাকলে মানুষের ভোটে জিতুন। আপনি হুঙ্কার দিচ্ছেন? এটা আপনার দলকে চাঙ্গা করার জন্য দিন। গণতন্ত্রের জন্য ওটা কার্বনডাই অক্সাইড। এটা ভোটে কাজ করে না। আর ভোটের পর এখানে তো আমাদের সরকার থাকবে। আপনারা বলছেন ভোটের পর জেলে পাঠাবেন, আমরাও তো বলতে পারি আপনাদের লোকজনকেও জেলে পাঠাব। কিন্তু আমি কি একথা বলেছি? কারণ আমি এটা বিশ্বাসই করি না।'

সম্পাদকীয়

এন আইএ-র ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে

তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই এন আই এ এক অধিকারিক থানায় পৌঁছেছিলেন। ডিউটি অফিসারের কাছে পুলিস ফোর্স চেয়েছিলেন। এরপর ৫টি লোকেশনে তল্লাশি শুরু হয়। ভোর সাড়ে ৪টের আগেই থানায় পৌঁছেছিল এন আই এ। তল্লাশি চালাতে প্রায় ৩০ জন সি আর পি এফ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ৬টি টিম ছিল ব্যাক আপে।ইতিমধ্যে এফআইআর-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনা এনআইএ-র। গোটা বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে সদর দফতরে জানিয়েছে এনআইএ। এনআইএ সূত্রে, খবর গোটা বিষয়ে দিল্লি সিদ্ধান্ত নেবে। পাশাপাশি, আজ দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল ১০ সদস্যের দল। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও তৃণমূল। এজেন্সির অপব্যবহার, রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলার প্রস্তুতি রাজ্যের শাসকদলের। উল্লেখ্য, শনিবারের পর রবিবারই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো কাগজ দেখিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি দাবি করেন, ২৬ মার্চ এন আইএ-এর এসপি পদমর্যাদার আধিকারিক ধনরামের বাড়িতে বৈঠক করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তৃণমূল নেতাদের তালিকা দেন তিনি। একই সঙ্গে কুণাল ঘোষের দাবি, একটি সাদা রঙের প্যাকেটও এনআইএ-এর ওই অফিসারকে দেন বিজেপি নেতা।যদিও এনআইএ-র এই দাবি পালটা দাবি করেছে আবার জেলা পুলিস। জেলা পুলিস সূত্রে পালটা দাবি, ভোর ৫টার পর এনআইএ-এর একটি দল থানায় আসে। লিখিতভাবে ৫ লোকেশনে তল্লাশির কথা জানায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কোন লোকেশন, সেটা উল্লেখ করা হয়নি। জেলা পুলিসের আরও দাবি, যখন তারা সহযোগী টিম দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই খবর আসে হামলার ঘটনার। জেলার পুলিসের বক্তব্য, একটি টিম থানায় ভোরবেলা এলেও, ৩টের মধ্যে গ্রামে ঢুকে যায় কয়েকটি দল। আর ভোর ৪টে নাগাদ লোকেশনে (অর্থাৎ মনোব্রত,বলাইদের বাড়িতে) পৌঁছে যায় এনআইএ টিম। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ভূপতিনগরের নাড়ুয়াবিলা গ্রামের রাজকুমার মান্নার দোতলা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাণ হারান ৩ জন। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্ত করছে এন আই এ। শনিবার ভূপতিনগর বিস্ফোরণের কাণ্ডের তদন্তে পূর্ব মেদিনীপুরের নাড়ুয়াবিলা গ্রামে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের মতো ভূপতিনগরেও তল্লাশি চলাকালীন আক্রান্ত হন এনআইএ অফিসাররা।

অভিযোগ, এন আই এআধিকারিকদের উপর চড়াও হন গ্রামবাসীদের একাংশ। স্রেফ ইটবৃষ্টি নয়, ভাঙচুর চলে গাড়িতেও।পালটা এন আইএ-র বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন ধৃত তৃণমূল নেতা মনোব্রত জানার স্ত্রী। ভূপতিনগর থানায় এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন ধৃত তৃণমূল নেতা মনোব্রত জানার পরিবার। এফআইআর দায়ের করে সেই ঘটনার তদন্তও শুরু করে দিয়েছে পুলিস। যার প্রেক্ষিতে বিবৃতি জারি করে এনআইএ দাবি করেছে,"যা অভিযোগ উঠেছে, সবই মিথ্যা। এন আইএ-র ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।" বিবৃতিতে উল্লেখ, "হাইকোর্টের নির্দেশে ভূপতিনগর বিস্ফোরণের তদন্ত করছে এন আই এ। আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হয়েছিল। শনিবার নাড়ুয়াবিলা গ্রামে গিয়ে বিনা প্ররোচনায়, অপ্রত্যাশিতভাবে হামলার মুখে পড়েন সংস্থার আধিকারিকরা। তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের উপস্থিতির ৫ জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। এরপর ধৃত মনোব্রত জানাকে যখন স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন এন আই এ আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয়। এক আধিকারিক আহত হন। হামলায় একটি সরকারি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় থানায় ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।"

সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সাংবাদিকতা বিষয়টির সঙ্গে ইংরেজি 'স্মার্ট' শব্দটা যুক্ত বেশ আদিকাল থেকেই। সাংবাদিক মানেই তাকে স্মার্ট হতে হয়। কেননা তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হয়। হতে হয় প্রগতিশীল। নিজেকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এককথায় বললে, নতুন যেকোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকা ও তা নিয়ে প্রশ্ন করে যাওয়া এক সাংবাদিকের স্বভাবসুলভ আচরণ।কিন্তু স্মার্ট সাংবাদিকতার যুগে শুধু নতুন তথ্য খুঁজে আনলেই চলছে না, মানুষ নতুন নতুন বিষয় দেখতে চাচ্ছে। অর্থাৎ লেখা সংবাদের থেকে মানুষ দেখতে বেশি পছন্দ করছে। আর এ কারণেই বদলে যাচ্ছে প্রিন্ট পত্রিকা ও সংবাদ ওয়েবসাইটগুলো। প্রিন্ট পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা থেকে শুরু করে বেশ কিছু পাতায় এখন নিয়মিত দেখা যাচ্ছে 'কিউআর কোড', যেখানে লিখিতি সংবাদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে পাঠকদের জন্য। ওয়েবসাইটগুলোতে যেখানে শুধু ফটোগ্যালারি ছিল, সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভিডিও গ্যালারি। অনলাইন সংবাদে যেখানে বেশি বেশি ছবি ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হতো, তার বদলে বর্তমানে ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এমবেড করে সাজানো হচ্ছে সংবাদ। পাঠকের সঙ্গে আরও বেশি মিথস্ক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে গণমাধ্যমগুলো।বর্তমানে একজন সাংবাদিককে একই সঙ্গে ভালো প্রতিবেদক, ভালো সহ-সম্পাদক, ভালো ফটোগ্রাফার, ভালো ভিডিওগ্রাফার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভিডিও এডিটরের কাজ করতে হচ্ছে। এককথায় বললে 'ওয়ান ম্যান আর্মি'র মতো 'ওয়ান ম্যান জার্নালিস্ট'। বিদেশে এ ধরনের সাংবাদিকতাকে ব্যাকপ্যাক জার্নালিজম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তবে দেশে ও বিদেশে উভয় স্থানে এমন সাংবাদিকদের এখনও বুলিংয়ের শিকার হতে হয় বাকি 'মূলধারার' সাংবাদিকদের কাছে। বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকদের পরিচয় হিসেবে বলা হয় 'মোজো' (মোবাইল জার্নালিস্ট), মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার বা অনলাইন রিপোর্টার। অবশ্য ফিল্ড সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তাদের নাম হয়ে যায় 'এই মোবাইল'।

এদিকে অনেকেই গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করেন। কিন্তু বিবেক-বিবেচনা আছে, প্রজ্ঞা আছে; এমন কোনো মানুষ নিরপেক্ষ হতে পারে না। শুধু রোবটের পক্ষেই নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব। একজন সাংবাদিক সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশের সদস্য। তিনি সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায্য-অন্যায্যের পার্থক্য নিজে বুঝবেন; মানুষকে বুঝতে সহায়তা করবেন এবং অবশ্যই তিনি সত্যের পক্ষে, ভালোর পক্ষে, ন্যায্যর পক্ষে থাকবেন। এখানে নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই। আপনার সম্পাদিত পত্রিকা বা গণমাধ্যমই জানান দেবে আপনি কোন পক্ষে। তবে এইসব কথা লেখা যত সহজ, বলা যত সহজ; বাস্তবে ততই কঠিন। তারচেয়ে বড় কথা হলো ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায্য-অন্যায্য মাপার কাঠিটা কে ঠিক করবে? আমার কাছে যেটা ভালো, আপনার কাছে তো সেটা ভালো নাও মনে হতে পারে। তবে সম্পাদককে প্রজ্ঞায় সবার চেয়ে আলাদা থাকতে হবে। তার বিবেক-বিবেচনা হতে হবে প্রখর, তার সততা হতে হবে প্রশ্নাতীত। তাকে সাহসী হতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে। তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব নিতে হবে, ছাপা হওয়া প্রতিটি অক্ষরের দায়িত্ব নিতে হবে। ভুল হতেই পারে। আর ভুল করলে তা শুধরে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। কোনো চাপের কাছেই নতি স্বীকার করা যাবে না। লেখায়, চিন্তায় যেন নির্দোষ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ভয় এবং পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে ভাবতে হবে। আমি কোনো সম্পাদকের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করবো না। তবে আমি আশা করবো, তার চিন্তা বা বিবেক কোনো দলীয় আনুগত্যে আচ্ছন্ন থাকবে না। তার চোখ যেন দুটিই থাকে। সব দলের, সব মতের, সব মানুষের ভুল বা বিচ্যুতি যেন তার চোখে পড়ে।

সম্পাদক হিসেবে হওয়া উচিত পক্ষপাতহীন। আপনি শুধু সত্যটা লিখবেন। একজন সম্পাদকের চোখে যেন সব দলের-মতের ভালো-মন্দ সবটাই চোখে পড়ে। উন্নয়নের পেছনে যদি কোনো দুর্নীতি থাকে, সুশাসনের অভাব, গণতন্ত্রহীনতা, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার খবরও আপনাকেই লিখতে হবে। তাহলেই আপনি ভালো সম্পাদক, সমাজের দর্পণ।

একটি গণমাধ্যম ততটাই সাহসী, যতটা তার সম্পাদক। একজন সম্পাদককে সবসময় মনে মনে শপথ নিতে হবে, 'আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। 'তবে সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদিযুগে পাথর বা শিলালিপিতেই সংবাদ প্রচার করা হতো। তখন সম্রাট বা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

তৃণমূলের কানায় কানায় ভর্তি সেই সভা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল গেরুয়া কর্তাদের

না, মানুষের পরিচয় কাড়তে দেব না। আমরা সবাই নাগরিক। আরেকটা বিলও পাশ করিয়ে নিয়েছে কি না কে জানে। ১৪৭ জন সাংসদকে বাদ দিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি। আপনারা জানেন হিন্দুদের মধ্যেও অনেক সাবকাস্ট আছে। ব্রাহ্মণ আছেন, শূদ্র আছেন, কায়স্থ আছেন। আদিবাসীদের বিয়ের ধরন অন্য। খ্রিস্টানদের, মুসলিমদের ধরন আবার অন্য। এটার মানে হচ্ছে আপনার নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না, আইডেনটিটি থাকবে না।'মনে তাঁদের ঘুরছে প্রশ্ন, 'এত ভিড় কেন'। আসলে এই ভিড় বলে দিচ্ছে, ২৪'র ভোটে জঙ্গলমহলের ৫ আসনেই পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। পদ্মফুল সরিয়ে ঘাসফুলের প্রত্যাবর্তন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নজরে জঙ্গলমহল। নজরে ২৪'র নির্বাচন। নজরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল এবং এদিন, পর পর দুই দিন ছিল তাঁর দুই সভা জঙ্গলমহলের বুকে। আর সেই দুই সভায় আমজনতার ঢল দেখে উদ্বেগ ছড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরে। কেননা ৫ বছর আগে এই জনতার ঢলই তো তাঁরা দেখেছেন পদ্মের সভায়। ৫ বছরেই সেই ছবি গিয়েছে উল্টে।

জঙ্গলমহলের ৫টি লোকসভা কেন্দ্রেই একসময় ছিল লালদুর্গ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম এই ৫টি লোকসভা কেন্দ্রে দশকের পর দশক আধিপত্য কায়েম রেখেছিল বামেরা। কিন্তু কালের নিয়মে বামেরা বাংলার ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই এই ৫টি লোকসভা কেন্দ্র চলে এসেছিল তৃণমূলের(এঁওগঈ) দখলে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই ৫ কেন্দ্রই গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। কিন্তু ঠিক তার ৫ বছর বাদে উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই ৫ কেন্দ্রেই ফুটেছিল পদ্মফুল। কিন্তু এবারে জঙ্গলমহলের বুকে ফের ফিরে এসেছে পুরাতন ছবি। তৃণমূলকে ঘিরে, জোড়াফুলকে ঘিরে, সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে জঙ্গলের জনতার উচ্ছ্বাস। এদিন রায়পুরে দেখা গিয়েছে মমতার সভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ, আশেপাশের বাড়ির ছাদে, পাঁচিলেও উপচে পড়ছে ভিড়। এই ভিড়ই বলে দিচ্ছে, জঙ্গলমহলের জনতা শুধু প্রহর গুণছে পরিবর্তনের পক্ষে তাঁদের মত তুলে ধরতে। আর সেটাই উদ্বেগ বাড়িয়েছে বিজেপির। উদ্বেগ বাড়িয়েছে মমতার বক্তব্যও। এদিনের সভা থেকে মমতা সরব হয়েছে সারি আর সারনা ধর্মের স্বীকৃতি নিয়ে, সরব হয়েছেন সি এ এ নিয়ে, সরব হয়েছেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও।

এদিনের সভা থেকে মমতা বলেন, 'আগে বাঁকুড়া ছিল অশান্তির জায়গা। জঙ্গলমহল ছিল সন্ত্রাসের জায়গা। মানুষ বেরোতে পারত না, আর গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য চলত। আমরা জঙ্গলমহলকে শান্ত করেছি। এটা আপনাদেরই অবদান। আদিবাসীদের জমি যাতে না কাড়া যায় তার জন্য আমরা আইন করেছি। বিষ্ণুপুরকে স্বাস্থ্যজেলা। বাঁকুড়ার চারটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করে দিয়েছি। রঘুনাথপুরে ৭৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। দেড় লক্ষ ছেলে মেয়ে চাকরি পাবে। বরজোড়াতেও হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের জন্য জেলায় জেলায় মার্কেট করে দেব। আমাদের বাজেটে বলা আছে। আপনাদের জিনিস মার্কেটে বিক্রি করতে পারবেন। ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় সেলফহেল্প গ্রুপ চালু করার জন্য। কেন্দ্রের নীতির ফলে আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। মণিপুর, হাথরস, বিলকিসের পরিবারকে দেখেছেন সকলে। সাক্ষী ভারতকে সোনা এনে দিয়েছে। তাঁর সঙ্গেও বিজেপির নেতারা খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। সারি আর সারনা ধর্মের স্বীকৃতি কেন্দ্রকে দিতে হবে। আমরা চিঠি দিয়েছি, যা করার করেছি। তারপরও করছে না। আমরা কুরুক ভাষা, অলচিকিকে স্বীকৃতি দিয়েছি। জয় জোহার নামে পেনশন করেছি, তফশিলি বন্ধু পেনশন দিচ্ছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছি। ৬০ বছর হয়ে গেলেও টাকা পাচ্ছেন। সারা জীবন টাকা পাবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সবার জন্য। শিক্ষাবন্ধুদের মাইনে বেড়েছে, এমনকী সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ ডিএ বাড়িয়েছি। মে মাসে আরও ৪ শতাংশ দেব। কেন্দ্র আমাদের টাকা দেয় না। ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি আমাদের টাকা নিয়ে গিয়েছে। ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা দেয়নি। তারপরও সবার মাইনে বাড়ানো হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ৫০০ থেকে ১ হাজার করা হয়েছে। এটা চলবে।'

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই আমাকেও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথায় হাঁড়িয়া ঢালতে হোল। এ যেন এসেছি শিব ঠাকুরের আপন দেশে অর্থাৎ এই শিবলিঙ্গের মতন শিলা খন্ডটি এঁদের কাছে কেবলমাত্র ঠাকুরই নন, একদম নিজের ঘরের আপন লোক।মদ ঢালা ভেজা বেলপাতা এবং বাতাসা ভক্তিভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু পুরোহিতের আদেশে এই প্রসাদ প্লাস্টিক ব্যাগ বা কোন থলিতে নেওয়া যাবেনা। পাঞ্জাবি বা শাড়ির খুঁটে বেঁধে আনতে হবে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

কেন অনবরত হুমকি পাচ্ছেন রাইমা সেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী রাইমা সেনের বাড়ির ল্যান্ড ফোনে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। 'মা কালী' নামের একটি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাইমা। ছবির প্রেক্ষাপট ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্টের সাম্প্রদায়িক হিংসা। ইতিহাসে যা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা '১৯৪৬ ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত। সম্প্রতি ছবির একাধিক পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে। সূত্রের দাবি, তার পর থেকেই নাকি অভিনেত্রীর কলকাতার বাড়ির ল্যান্ডলাইন ফোনে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি লাগাতার ফোন করে হুমকি দেয়া হচ্ছে।

এই মুহূর্তে রাইমা মুম্বাইয়ে রয়েছেন। তিনি স্থানীয় গণমাধ্যমকে 'হুমকি'র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বলেছেন, 'আমি অবাক! এ রকমও যে হতে পারে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। হিন্দি ও বাংলা ভাষায় রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

রাইমার মতে, যে ভাষায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তা মুখে প্রকাশ করা বা ছাপার অযোগ্য। তবে অভিনেত্রী বলেছেন, 'সুচিত্রা সেনের নাতনি হয়ে কীভাবে রাজি হলেন?' বা 'আপনাকে কলকাতাতেই তো থাকতে হবে!' এই ধরনের বাক্য ফোনের ওপার থেকে ধেয়ে এসেছে।'

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল সুচিত্রা সেনের জন্মদিন। রাইমা বললেন, 'আমি বাইরে। মা-বাবা বাড়িতে একা থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই ওরা একটু চিন্তিত। তবে বাবা আমায় বিষয়টাকে পাত্তা দিতে নিষেধ করেছেন।'

রাইমার মতে, ছবি না দেখে আগে থেকে কোনও কিছু অনুমান করে নেওয়া উচিত নয়। তার কথায়, 'শিল্পীর কাজ যেকোনও চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করা। ভাল চরিত্র দেখেই ছবিটা করতে রাজি হই। এখন অহেতুক বিষয়টা জটিলতার দিকে বাঁক নিচ্ছে।'

গত বছর মুক্তি পায় বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ও রাইমা অভিনীত ছবি 'ভ্যাকসিন ওয়ার'। রাইমা সেই প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'তখনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। কিন্তু তার পর ছবিটা দেখে সবাই চুপ করে যান। কিন্তু এ বার বাড়িতে ফোন করে হুমকি! সত্যি বলছি, আমার ক্যারিয়ারে এই প্রথম।'

রাইমা এবং তার পরিবারের সদস্যরা কি পুলিশে কোনও রকম অভিযোগ করতে চাইছেন? রাইমা বললেন, 'আপাতত ছবির টিজার ও ট্রেলার প্রকাশের জন্য কয়েক দিন একটু সময় নিচ্ছি। কিন্তু যদি এই ভাবে হেনস্তা চলতেই থাকে, তা হলে তখন অভিযোগ জানাতেই হবে।' বিজয় ইয়ালাকান্তি পরিচালিত এই ছবিতে রাইমা ছাড়াও অভিনয় করেছেন অভিষেক সিং।

আলিয়ার মেকআপ ছাড়া ছবি দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট মেকআপ ছাড়া থাকতেই নাকি বেশি পছন্দ করেন। পর্দার বাইরে বেশিরভাগ সময়ই বিনা মেকআপে দেখা যায় তাকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে নিজের নো মেকআপ লুকে ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। যেই ছবিতে ধূসর ট্যাঙ্ক টপ পরা অবস্থায় দেখা গেছে বলিউড সুন্দরীকে। কানে ছোট্ট দুল, খোলামেলা চুলের চাহনিতে ভক্তদের হৃদয়ে ঝড় তুলেছেন আলিয়া। ছবিটি পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'ছোট্ট প্রাণ এবং সূর্য..'।

আলিয়ার নো মেকআপ লুকের ছবি দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। ফয়াশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রা লিখেছেন, 'দুর্দান্ত ছবি'। কারও মন্তব্য, 'অপূর্ব'। এক নেটিজেন লিখেছেন, 'প্রকৃতিই আসল সৌন্দর্য'।

আলিয়া ভাট সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হওয়া হোপ গালায় অংশ নিয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার ছিল সেই অনুষ্ঠান, যা প্রতি বছর আয়োজিত হয় দুঃস্থ মানুষদের জন্য। এই অনুষ্ঠানে আলিয়া ভাট দুই লুকে ধরা দিয়েছিলেন। ড্রেসের সঙ্গে পরেছিলেন প্রায় ২০ কোটি মূল্যর গহনা। যা সংবাদের শিরোনাম করেছিল তাকে। আলিয়া ভাটকে আগামীতে দেখা যাবে সঞ্জয় লীলা বান্সালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়্যা' ছবিতে। যেখানে তিনি রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশলের সঙ্গে অভিনয় করবেন। এছাড়াও তার 'জিগরা' ছবিটি মুক্তি পাবে সেপ্টেম্বরে।

হবু শাশুড়ির জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছেন শাহরুখপুত্র!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী লারিসা বনেসির সঙ্গে প্রেম করছেন শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান, এমন খবরই চাউর হয়েছে বি টাউনে। যেটা ফাঁস করেছেন একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী। মূলত আরিয়ান খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকেই চমকপ্রদ কিছু তথ্য বের করেছেন তিনি। যেখানে দেখা গেছে, শাহরুখের ছেলে শুধু লারিসা নয় লারিসার পুরো পরিবারকে ইনস্টাতে ফলো করছেন। একি চিত্র এই অভিনেত্রীর ক্ষেত্রেও। শাহরুখ পরিবারকে ফলো করেন এই ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী নিজেও। এমনকি আরিয়ান খান লারিসার মাকে তার জন্মদিনে একটি উপহার পাঠিয়েছেন যা উঠে এসেছে তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে। ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী লারিসা পেশায় একজন অভিনেত্রী। গুরু রন্ধাওয়ার 'সুরমা সুরমা' মিউজিক ভিডিও থেকে শুরু করে একাধিক গানের ভিডিওতে মডেল হিসেবে কাজ করতে দেখা গেছে তাকে।

অক্ষয় কুমার এবং জন আব্রাহমের সঙ্গে ব্লকবাস্টার গান 'সুভা হোনে না দে' দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন লারিসা। এরপর কাজ করেছেন টাইগার শ্রফ, সুরাজ পাঞ্চোলি, সাইফ আলি খানের মতো তারকাদের সঙ্গে। অভিনয়ের সুবাদেই লারিসাকে চেনেন আরিয়ান। সেখান থেকেই হয়তো তাদের সখ্যতা। এমনটাই ভাবছেন নেটিজেনরা। বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে এই দুই তারকার সরব উপস্থিতি দেখে তাদের প্রেমের গুঞ্জনও ডালপালা মেলছে জোরালোভাবে। বর্তমানে আরিয়ান তার পরিচালনায় প্রথম ওয়েব সিরিজ 'স্টারডম' নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। শোনা যায়, ছেলের প্রথম সিরিজে অভিনয় করার ইচ্ছে ছিলো শাহরুখ খানের। তবে আরিয়ানই চাননি বাবার সাহায্য নিতে। এছাড়াও পোশাকের নিজস্ব ব্র্যান্ডের পাশাপাশি ব্যবসা করেন প্রিমিয়াম অ্যালকোহলেরও।

হঠাৎ বিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রণবীরের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাঁচ বছরের দাম্পত্য, বিয়ের আগে বছর ছয়েকের প্রেম। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংহ। দাম্পত্য জীবনে এখন বেশ পোক্ত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যুগল। নিজেদের সংসারে নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত দম্পতি। মা হতে চলেছেন দীপিকা। সেপ্টেম্বরই তাঁদের সংসারে আসতে চলেছে নতুন অতিথি। যদিও দীপিকা কি অন্তঃসত্ত্বা না কি সারোগেসির সাহায্যে মা হচ্ছেন, সেই নিয়ে জল্পনা রয়েছে বলিপাড়ায়। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ সব কাজ ছেড়েছুড়ে বিরতি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন রণবীর সিংহ! এই মুহূর্তে বেশ কিছু বড় ছবির প্রস্তাব রয়েছে রণবীরের হাতে। যেমন 'ডন ৩' থেকে 'শক্তিমান' ও 'বৈজু বাওরা' ছবিটি রয়েছে রণবীরের ঝুলিতে। এক একটা ছবির জন্য এক একরকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে তার। কিন্তু তার আগেই সন্তানের জন্য বিরতি নিতে চাইছেন অভিনেতা। গত কয়েক মাস ধরেই নিজের হাতের কাজ হালকা করছেন দীপিকা। নতুন কোনো ছবির প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না তিনি। সেপ্টেম্বরে নতুন অতিথি আসার পর একটা লম্বা বিরতি নেবেন অভিনেত্রী। সেই মতো আগামী দিনের কাজ সাজাচ্ছেন তিনি। এবার স্ত্রী ও হবু সন্তানকে সময় দিতে আগে ভাগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রণবীর। সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছর পর্যন্ত তেমন কোনো কাজ রাখছেন না হাতে। সূত্রের খবর, আগামী বছরে 'ডন ৩' থেকে 'শক্তিমান'-এর শুটিং শুরু করবেন।

ফেসবুক হ্যাকড, বিপদে স্বস্তিকা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। ঠোঁটকাটা বলে দুর্নামও আছে তার। তবে তিনি বরাবরই নির্ভীক। কিন্তু এ সপ্তাহের শুরুতেই বিপত্তি। অভিনেত্রীর ফেসবুক হ্যাক হয়েছে। সে কারণে দুশ্চিন্তায় এই অভিনেত্রী।

ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজেসবার খুঁটিনাটি তুলে ধরেন সেখানে ফেসবুকে। তবে স্বস্তিকা প্রথম নন, বিভিন্ন সময়ে তারকাদের পেজ হ্যাক করা যেন চল হয়ে উঠেছে। যার ফলে মাঝেমধ্যে লাখ লাখ অনুসারীও খোয়াতে হয়েছে অনেক তারকাকে।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, 'আমার ফেসবুক পেজ হ্যাক হয়েছে। আমার টিম এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। যদি কোনও অপমানজনক বা অশ্লীল পোস্ট নজরে পড়ে তা হলে দয়া করে এড়িয়ে যান, এবং জানবেন সেটি আমি করিনি।'

সম্প্রতি স্বস্তিকাকে নতুন হিন্দি ছবি 'লাভ সেক্স অউর ধোঁকা ২'-এর টিজারের এক ঝলক দেখা গেছে। দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটির প্রথম পর্ব এসেছিল প্রায় ১৪ বছর আগে। এবার এর দ্বিতীয় পর্বে রয়েছেন স্বস্তিকা। ১৯ এপ্রিল মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

পিএসজিকে ফরাসি কাপের ফাইনালে তুললেন এমবাপে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচজুড়ে দাপট যতটা দেখাল পিএসজি, গোলমুখে ততটা কার্যকারিতা দেখা গেল না। কিলিয়ান এমবাপে তো কাজে লাগাতে পারলেন না পেনাল্টিও। তবে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার জন্য তো একটি গোলই যথেষ্ট। সেই কাজটি ঠিকই করলেন তাদের সবচেয়ে বড় তারকা। তার গোলেই শেষ পর্যন্ত দল পৌঁছে গেল কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়। স্তাদ রেনেকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফরাসি কাপের ফাইনালে পা রাখে পিএসজি। ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের ৪০তম মিনিটে গোলটি করেন এমবাপে। ফরাসি কাপে রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি আরও একটি শিরোপা আশায় মাঠে নামবে ২৫ মে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অলিম্পিক লিওঁ। রেনের বিপক্ষে ম্যাচের ৮০ শতাংশ সময় বল ছিল পিএসজির কাছে। পাস দিয়েছে তারা প্রতিপক্ষের দ্বিগুনের অনেক বেশি। ৯১ শতাংশ পাসই ছিল নিখুঁত। লক্ষ্যে শট নিতে পারে তারা অবশ্য গোটা ম্যাচে ৬টি। সেখান থেকেই একটি কাজে লাগান এমবাপে। ওই গোলের আগেই আরেকটি গোলের সুবর্ণ সুযোগ আসে তার জন্য। ৩৭তম মিনিটে পেনাল্টি পায় পিএসজি। কিন্তু এমবাপের শট ঠেকিয়ে দেন রেনের গোলকিপার স্তিভ মাদাদা। হতাশ গ্যালারিকে মিনিট তিনেক পরই উল্লাসে ভাসান এমবাপে। ফাবিয়ান রুইসের পাস থেকে বল জালে পাঠান ২৫ বছর বয়সী তারকা।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে জোর বাড়ায় রেনে। কিন্তু পিএসজির রক্ষণে চিড় ধরাতে পারেনি। পিএসজির কয়েকটি আক্রমণ বাধা পায় রেনে গোলকিপার মাদাদার দেয়ালে। ম্যাচশেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে কৃতিত্ব দিলেন জয়ের ব্যবধান আরও বেশি না হওয়ার জন্য।

তিনি জানান, "প্রথমার্ধ কঠিন ছিল আমাদের জন্য, তবে ম্যাচজুড়ে পুরোপুরি দাপট ছিল আমাদের। রেনে খুব ভালো খেলেছে। প্রথমার্ধে আমাদের খেলায় গতি ছিল অনেক এবং দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের সুযোগ ছিল গোলের ব্যবধান বাড়ানোর। তবে মাদাদা দারুণ খেলে আমাদের আটকে রেখেছে। যে কোনো দেশেই কাপ প্রতিযোগিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌসুমের শুরু থেকেই এই টুর্নামেন্টে চোখ ছিল আমাদের।" চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে পিএসজি। ফুটবল ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি সময় বার্সেলোনাতেই খেলেছেন এনরিকে, প্রিয় এই ক্লাবকে কোচিং করিয়েছেন তিন বছর। তার জন্য ম্যাচটি হবে বিশেষ কিছু। তবে পিএসজি কোচ মনে করিয়ে দিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে নিজ দেশের লিগেও ম্যাচ আছে তাদের।

এনরিকে বলেন, "চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের আগে ক্লেহমোকেঁ (লিগ ওয়ানে) নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। শনিবার তাদের সঙ্গে খেলা এবং সব প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ পারফর্ম করা আমাদের ক্লাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমার সাবেক দলের বিপক্ষে খেলাটা হবে দারুণ। আমার চাওয়া, আমরা যেন লড়াই করতে পারি ও ভালো একটি ম্যাচ উপহার দিতে পারি।"

শাহিনকে কেন নেতৃত্ব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন আফ্রিদি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শাহিন শাহ আফ্রিদিকে সরিয়ে আবারও বাবর আজমকে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বেশ শোরগোল চলছে। জামাতাকে নেতৃত্ব থেকে সরানো নিয়ে সে সময় চুপ থাকলেও এবার মুখ খুলেছেন শহীদ আফ্রিদি। শ্বশুরের চাওয়া, শাহিন ক্রিকেটের দিকে মনোযোগ দিক। স্থানীয় এক বেসরকারি টিভিতে তিনি বলেছেন, শাহিন আফ্রিদির উচিত ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়া।

শহীদ আফ্রিদি এর আগে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কোনোভাবেই চাননি শাহিন নেতৃত্ব আসুক। এমনকি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়কত্ব নেওয়ার প্রস্তাবও গ্রহণ না করার উপদেশ দিয়েছিলেন শাহিনকে। এ নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, আমি সব সময় শাহিনকে নেতৃত্ব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি। সেটির কারণও খোলাসা করেছেন শহীদ আফ্রিদি। নিজে তো বটে, পাকিস্তানের অনেক অধিনায়ক দায়িত্ব পাওয়ার পর নিজেদের ভূমিকার সুন্দর শেষ দেখতে পারেননি। যার কারণে তিনি চেয়েছেন, তার জামাতা নেতৃত্বের চাপমুক্ত হয়ে শুধু খেলায় মনোযোগ দিক, ক্যারিয়ার লম্বা করুক। গত এশিয়া কাপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর তিন সংস্করণ থেকে নেতৃত্ব হারান বাবর। এরপর টি-টোয়েন্টিতে শাহিন এবং টেস্টে শান মাসুদকে অধিনায়ক ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু মাত্র এক সিরিজের পরই নেতৃত্ব ছাড়তে হয়েছে শাহিনকে। টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডের জন্য এই বাঁহাতি পেসারের পরিবর্তে আবারও অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বাবরকে। সামনের জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এই সিরিজ শুরু হবে ১৮ এপ্রিল। এই সিরিজ দিয়ে আবারও নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে বাবরকে।

বড় হারের পর দুঃসংবাদ

পেলেন দিল্লি অধিনায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: টানা দুই হারের পর দেখেছিল জয়ের মুখ। এরপর আবার দিল্লি ক্যাপিটালস দেখল হারের মুখ। তাও কোনোপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছাড়াই। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে এককথায় উড়ে গিয়েছে দিল্লি। আগে বল করে ২৭২ রান হজম করেছে। জবাবে অলআউট হয়েছে মাত্র ১৬৬ রানেই। ১০৬ রানের বিশাল ব্যবধানের সেই হারের পর আরও ধাক্কা খেতে হলো ঋষভ পান্ত আর তার পুরো দলকে। চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বারের পান্তকে জরিমানা করল বিসিসিআই। শুধু পান্তই না, সতীর্থদেরও জরিমানা দিতে হবে। মন্থর ওভার রেটের জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। বিসিসিআই জানায়, দিল্লির অধিনায়ক পান্তকে ২৪ লক্ষ রূপি জরিমানা করা হয়েছে। বাকি সদস্যদের ৬ লক্ষ রুপি বা ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশের মধ্যে যেটি কম হবে, সেই টাকা জরিমানা দিতে হবে। এই নিয়ে এই আসরে দু'বার নিয়ম ভাঙার জন্য পান্তকে এত বড় শাস্তি পেতে হচ্ছে। এর আগে ৩১ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেও এমন জরিমানা হজম করতে হয়েছিল দিল্লিকে।

দল হিসেবে বিশাখাপত্তমে অবশ্য বেশ বাজে দিনই পার করেছিল ঋষভ পান্তের দল। চলতি আসরেই আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাদের ২৭৭ রানের সেই রেকর্ড প্রায় ভেঙে দেওয়ার পথেই ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। পুরো ম্যাচেই দিল্লির বোলারদের শাসন করেছে কলকাতা। সুনীল নারিন ও অংক্রিশ রঘুবংশীর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এক ইনিংসে আইপিএল ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়ে গেছে। জোড়া ফিফটিতে নির্ধারিত ওভার শেষে দিল্লি ক্যাপিটালসকে ২৭৩ রানের লক্ষ্য দেয় কলকাতা। এ নিয়ে এক মৌসুমে দুবার ২৫০-এর বেশি রান এই প্রথমবার দেখা গেল।

জবাবে বৈভব অরোরা এবং বরুণ চক্রবর্তীর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৬৬ রানেই গুটিয়ে যায় দিল্লির ইনিংস। এদিন কেকেআরের হয়ে চলতি আইপিএলে প্রথমবার উইকেটের দেখা পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক।

রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ ভুলে চেলসির কাছে ম্যানইউর হার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: নাটকীয়তায় ভরপুর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে প্রথমে জয়ের প্রহর গুনলেও শেষের ভুলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বৃহস্পতিবার রাতে রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৪-৩ গোলের অবিশ্বাস্য জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চেলসি।

এদিন খেলায় নির্ধারিত সময়ে আর্জেন্টিনার তরুণ সেনানী আলেজান্দ্রো গারনাচোর জোড়া গোলে অসাধারণ এক জয়ের প্রহর গুনছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে এক্সট্রা টাইমে বদলে যায় চিত্রপট। যোগ করা সময়ে ডিফেন্ডারের মারাত্মক ভুলে দুই গোল হজম করে ম্যানইউ। আর এতে করেই ৪-৩ গোলের অবিশ্বাস্য জয় পায় চেলসি।

ম্যাচটিতে ব্লুজদের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন কোল পালমার। অপর গোলটি করেন কনর গ্যালাগার। আর গারনাচোর জোড়া গোলের পর রেড ডেভিলদের হয়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ।

লিগ টেবিলের উপরে থাকার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে ছিল দুই দল। রোমাঞ্চকর জয়ে সে লক্ষ্য কিছুটা পূরণ করেছে চেলসি। ২৯ ম্যাচে ১২ জয়, ৭ ড্র আর ১০ হারে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দশম স্থানে উঠে এসেছে মরিসিও পচেত্তিনো দল। আর এক ম্যাচ বেশি খেলে ১৫ জয়, ত ড্র আর ১২ হারে ৪৮ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ম্যানইউ।

আগের ম্যাচে বার্নলির বিপক্ষে ড্র করা চেলসি শুরুটা করে দুর্দান্ত। ম্যাচের ৪ মিনিটে মালো গুস্তোর ক্রস থেকে বল পেয়ে ১৬ গজ দূর থেকে ডান পায়ের জোরাল শটে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার গ্যালাঘের।

শুরুর ধাক্কা সামলে উঠার আগে দ্বিতীয় গোল হজম করতে হয় ম্যানইউকে। ম্যাচের ১৮ মিনিটে নিজেদের বক্সে মার্ক কুকুরেইয়াকে ফাউল করে চেলসিকে পেনাল্টি উপহার দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা আন্তোনি। গোলকিপার ওনানাকে বিপরীত দিকে পাঠিয়ে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পালমার (২-০)। এতে কোনঠাসায় পড়ে যায় রেড ডেভিলসরা।

তবে ৩৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে প্রথম গোল পায় ম্যানইউ। গোলকিপারকে ব্যাকপাস দেন কাইসাদো। কিন্তু বল পেয়ে যান গারনাচো। সহজে লক্ষ্যভেদ করেন এ আর্জেন্টাইন (২-১)। এর চার মিনিট পর ব্রুনো ফার্নান্দেজের গোলে স্বস্তি ফেরে ম্যানইউ শিবিরে (২-২)। ম্যাচে ৬৭ মিনিটে গারনাচোর গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় এরিক টেন হাগের দল। তবে চিত্রপট বদলে যায় ম্যাচের যোগ করা সময়ে।

শেষ দিকে ননিকে নিজেদের বক্ষে ফাউল করেন দালোত। ভিএআরে টিকে যায় রেফারির এই সিদ্ধান্ত। সফল স্পট কিকে স্কোর লাইন ৩-৩ করেন পালমার। কর্নার থেকে পাওয়া বল ধরে জোরাল শটে ম্যানইউর জাল কাঁপান পালমার। হ্যাটট্রিকের সঙ্গে মেতে উঠনে ম্যাচ জয়ের উল্লাসে।

ফোডেনের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত ভিলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: আর্লিং হালান্ড নেই। নেই কেভিন ডি ব্রুইনা। প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলাও নেহাত হেলাফেলার দল নয়। চলতি মৌসুমে ৪র্থ স্থানে আছে তারা। সেই দলের বিপক্ষেই কি না দুর্দান্ত ফুটবল শৈলী উপহার দিল ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার দল কেন ইপিএলে সেরা সেটারই প্রমাণ দেখা গেল কাল। রাতের অন্য ম্যাচে হোম ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে ইপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আর্সেনাল।

তবে উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিগ শিরোপা জয়ের পথে টিকে রইল পেপ গার্দিওলার দল। এই মৌসুমে লিগে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচ দলের বিপক্ষে এটাই প্রথম জয় সিটির। আর সেটি দারুণভাবে সম্ভব হয়েছে ফিল ফোডেনের হ্যাটট্রিকে।

ফিল ফোডেনকে নিয়ে বারতি কিছু স্বপ্ন দেখতেই পারে ইংল্যান্ড। উইঙ্গার হিসেবে দারুণ সফল এই তারকাকে গতকাল পেপ গার্দিওলা খেলিয়েছেন নাম্বার টেন পজিশনে। জ্যাক গ্রিলিশ এবং জেরেমি ডোকুকে দুই পাশে রেখে, হুলিয়ান আলভারেজকে খেলানো হয় সামনে। আর ঠিক নিচেই খেলছেন ফিল ফোডেন। মিডফিল্ডার হয়েও গতকাল করেছেন হ্যাটট্রিক।

ম্যাচের ১১ মিনিটে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রির গোলে সিটি এগিয়ে যায়। ৯ মিনিট পর সমতায় ফেরে ভিলা। ২০ মিনিটে গোল করেন জন ডুরান। সমতায় ফেরা গোলটাই যেন তাতিয়ে দিয়েছে ফোডেনকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে করেছেন এক গোল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে করেছেন আরও দুই গোল। প্রিমিয়ার লিগে এটি তার তৃতীয় হ্যাটট্রিক। চলতি মৌসুমে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে একাধিক হ্যাটট্রিক করলেন এই ইংলিশ তারকা। এর আগে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক ছিল তার।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফ্রিকিক থেকে গোল করেন ফোডেন। ৬২ মিনিটে ফোডেনের দ্বিতীয় গোলের দারুণ সুযোগ করে দেন রদ্রি। ফর্মের তুঙ্গে থাকা ফোডেন করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ৭ মিনিট পরই ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে হ্যাটট্রিক তুলে নেন ফোডেন। আর তাতেই নিশ্চিত হয় সিটিজেন্সদের বড় জয়।

নারিনের এমন বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের রহস্য কী?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুনীল নারিনের শুরুটা স্পিনার হিসেবে হলেও সম্প্রতি ব্যাট হাতে নিজের প্রতিভার জানান দিচ্ছেন এই ক্যারিবিয়ান। মূলত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই (আইপিএল) প্রথম ইনিংস ওপেন করতে দেখা যায় তাকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে সেবার সাফল্যও পান তিনি। তাই মাঝে মধ্যেই এখন দেখা মেলে ওপেনার নারিনের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ইনিংস ওপেন করতে নেমে রীতিমতো টর্নেডো বইয়ে দেন এই ক্যারিবিয়ান। খেলেছেন ৩৯ বলে ৮৫ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। তাতে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী আয়োজনে কলকাতা অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার মজার সুরে বলেন, দলের ব্যাটিং মিটিংয়ে কখনোই দেখা যায় না নারিনকে। অধিনায়কের সেই কথা তাকে শোনান ধারাভাষ্যকার ও সঞ্চালক হার্শা ভোগলে। এমনটা শোনার পর নারিনের উত্তর, 'একটা নিয়ম আমি মেনে চলি, যত কম জানা যায়, আমার জন্য ততই ভালো।'

'আমার মনে হয়, ক্রিকেট মানেই ব্যাটিং। ব্যাট হাতে তাই আরও বেশি অবদান রাখতে চাই। যে দিন এটা করতে পারি, তৃপ্তিটা বেশিই হয় (বোলিংয়ের চেয়ে)। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই বোলিং এখনও উপভোগ করি।'-আরো যোগ করেন তিনি।

ব্যাটিং অর্ডারের ক্ষেত্রে দলের চাওয়াকেই প্রাধান্য দেন নারিন। তিনি বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত ব্যাটার ছিল সেখানে এবং নিজেদের কাজটা তারা করছিল। ভালো স্কোর গড়ছিল তারা। আমার ওপরে খেলার প্রয়োজন পড়েনি। দিনশেষে ব্যাপারটি হলো, দলের কী প্রয়োজন। আমাকে ওপেন করতে বলা হলে আমি করি। নইলে ব্যাটাররাই কাজটা করে নেয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR